দৈনিক সংবাদ

63

তারিখ ... JAN...1 3 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬.....

আলোর সন্ধানে 'উজ্জীবিত নেত্রকোনা'

এখন মা-মেয়ে, বাবা-ছেলে পড়ছে এক স্কুলে

সঞ্জয় সরকার ।। নেত্রকোনা ঃ ষাট বছরের বৃদ্ধ হাতেম আলী এখন পড়তে জানেন। হিসাব শিখছেন সিরাজউদ্দিন (৫৫)। জীবনে যা ভাবেননি, এখন তাই করছেন নেত্রকোনা সদর থানার লক্ষ্মীগঞ্জ গ্রামের দু'বৃদ্ধ। স্ত্রী-পুত্র এমনকি নাতি-নাতনীসহ পড়ছেন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে। এতদিন পর তারা বুঝতে পেরেছেন 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'।

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের অধীন নেত্রকোনা জেলায় শুরু হয়েছে এ কর্মসূচি। কর্মসূচি নাম 'উজ্জীবিত নেত্রকোনা'। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য জোরেশোরে এগিয়ে চলছে এই কার্যক্রম।

নেত্রকোনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গত ১লা সেপ্টেম্বর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে ৩টি থানাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এ কর্মসূচিতে। থানাগুলো হচ্ছে ঃ কেন্দুয়া, বারহাট্টা ও নেত্রকোনা সদর। মোট ৭ হাজার ১শ' ২৫টি গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয় এ ৩টি থানায়। ১১ থেকে সকল বয়সের কিশোর-কিশোরী ও মহিলা-পুরুষরা লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছেন এসব শিক্ষাকেন্দ্রে। বই, খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি সরঞ্জামাদি পাচ্ছে বিনামূল্যে।

'উজ্জীবিত নেত্রকোনা'র প্রতিটি কেন্দ্রে ১ জন করে শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবতী শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতি ১৫টি কেন্দ্রের জন্য নিয়োজিত আছেন ১ জন সুপার ভাইজার। মাসিক সম্মানী হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষক পাচ্ছেন মাত্র ৫শ' টাকা। সুপারভাইজাররা পাচ্ছেন এক হাজার করে। অনেকটা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতেই কাজ করছেন মোট ৭ হাজার ৬শ' বেকার যুবক-যুবতী। এছাড়া প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কাজ করছেন একেকটি ইউনিয়নের মনিটারিং অফিসার পদে। কেন্দ্র পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন স্ব-স্ব থানার নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক।

সরেজমিনে 'উজ্জীবিত নেত্রকোনা'র কয়েকটি কেন্দ্র ঘুরে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। নারী-পুরুষ প্রত্যেকের ক্ষেত্রে লেখাপড়ার বিষয়টি এখন রুটিন ওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। মহিলারা পড়ছেন বিকেলে। সন্ধ্যার পর জ্বলে উঠে প্রতিটি পুরুষ কেন্দ্রের আলো। মা-মেয়ে, এমনকি বাবা-ছেলেও পড়ছেন একসাথে বসে। যেন সবাই আজ মুক্ত হতে চায় নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে। এমনি একটি উদাহরণ নূরবানুর পরিবার।

নেত্রকোনা ঃ 'উজ্জীবিত নেত্রকোনা'র একটি মহিলা কেন্দ্র — সংবাদ